POLICY BRIEF

Partnership Development Justice
NETZ বাংলাদেশ

জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত দ্বন্দ্ব প্রতিরোধে দ্বন্দ্ব রূপান্তর পদ্ধতির প্রয়োগ

পটভূমি এবং যৌক্তিকতা

দ্বন্দ্ব রূপান্তর হলো একটি দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় অবস্থা হতে শান্তিপূর্ণ অবস্থার দিকে যাওয়ার চলমান প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় পদ্ধতিগত পরিবর্তনের ওপর জোর দেয়ার কারণে তা প্রচলিত দ্বন্দ্ব-নিরসন প্রক্রিয়া হতে ভিন্ন। জলবায়ুর পরিবর্তন যেহেতু আমাদের প্রতিবেশের উপাদান গুলোর আন্তঃসম্পর্ককে গভীরভাবে প্রভাবিত করছে, সেহেতু আমরা বাংলাদেশে জলবায়ুর অভিঘাতের শিকার হওয়া মানুষের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করতে দ্বন্দ্ব রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে কাজে লাগাতে পারি। তথাপি, আমাদের গবেষণা, প্রতিবেদন ও উন্নয়ন কাজে দ্বন্দ্ব রূপান্তরের বিষয়টির ব্যবহার খুবই কম। অধিকাংশ প্রাতিষ্ঠানিক ও অ-প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণায় আমরা মূলত দ্বন্দ্ব-নিরসনের পদ্ধতিটির প্রয়োগের প্রাধান্য দেখতে পাই। দ্বন্দ্ব-নিরসন প্রক্রিয়া বলতে আমরা বুঝি, আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিকভাবে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দলের মধ্যকার কোন আপত্তি/ দ্বন্দ্বের একটা শান্তিপূর্ণ সমাধান করা। সুতরাং, দ্বন্দ্ব-নিরসন পদ্ধতি হলো কোন সমাজ বা গোষ্ঠীর অন্তর্নিহিত রূপান্তর প্রক্রিয়াকে পাশ কাটিয়ে তার বিশেষ কোন দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে সমাধান করা।

বাংলাদেশ সরকারের 'Scope of Gender Responsive Adaptive Social Protection in Bangladesh' শীর্ষক কৌশলপত্র/পেপার অনুসারে দ্বন্দ্ব রূপান্তর প্রক্রিয়াকে অভিযোজনমূলক সামাজিক সুরক্ষার সাথে যুক্ত করা যায়। অভিযোজনমূলক সামাজিক সুরক্ষার উদ্দেশ্য হলো সামাজিক সুরক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের সমন্বিত উদ্যোগে দরিদ্র মানুষের জন্য জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত, বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকির মাত্রা কমানো। সামাজিক সুরক্ষা আলোচনায় তুলনামূলকভাবে নতুন এই ধারণাটি জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের বেশকিছু উপাদানকে অর্ন্তভুক্ত করে যেগুলোর একটি আরেকটিকে ছাপিয়ে যায়। যেহেতু, এই কর্মপরিকল্পনার প্রাথমিক লক্ষ্য অভিযোজন কৌশলের ওপর নিবন্ধ, সেহেতু সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার অংশ হিসেবে দ্বন্দ্ব রূপান্তর বিষয়টি কম গুরুত্ব পাচ্ছে। সুতরাং, নীতিবিষয়ক সংক্ষিপ্ত এই পেপারটি বিভিন্ন গবেষণা/প্রতিবেদন দ্বন্দ্ব রূপান্তরের পদ্ধতির যে ঘাটতি রয়েছে তা পূরণে কাজে আসবে এবং দ্বন্দ্ব রূপান্তরের পদ্ধতিগত ও পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গিকে কাজে লাগিয়ে জলবায়ু ন্যায্যতা আদায়ের প্রক্রিয়াকে উন্নত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

দ্বন্দ্ব এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দ্বন্দ্ব সম্পর্কিত গবেষণার ফলাফল

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মানুষের বিপদাপন্নতা, অভিযোজন ক্ষমতা এবং দ্বন্দ্বের গতি-প্রকৃতি বিষয়ে সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, গবেষণার আওতাভুক্ত এলাকায় জলবায়ু দ্বারা সৃষ্ট দ্বন্দ্বসমূহ সমাধানের জন্য বিদ্যমান উদ্যোগসমূহ অপর্যাপ্ত এবং সমাজের সুবিধাপ্রাপ্ত অংশের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট। দ্বন্দ্বগুলোর বেশিরভাগই(৭০%) স্থানীয় বিচার-শালিসে মধ্যস্থতার মাধ্যমে সমাধান করা হয়। সমাধানের অন্যান্য পন্থার মধ্যে যেমন নির্বাচিত প্রতিনিধিদের এবং স্থানীয় নেতাদের মাধ্যমে ৪৭%, সংলাপের মাধ্যমে পারস্পরিক সমঝোতায় ৩৯% এবং আইনি ব্যবস্থায় ২৬%। দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিরসনের জন্য আইনি ব্যবস্থা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উপকূলীয় অঞ্চলে নেওয়া হয় (৫৬%), যা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাতের তীব্রতার ইঙ্গিত দেয়। দ্বন্দ্ব নিরসনে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং স্থানীয় নেতাদের ভূমিকা উত্তরাঞ্চলের নদী অববাহিকায় (৫১%) তুলনামূলকভাবে উপকূলীয় এলাকায় (৫১%) এবং উচ্চ বরেন্দ্র অঞ্চলের (৪০%) চেয়ে আরও স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা গেছে। গবেষণার এলাকায় নির্বাচিত তিনটি কেইস স্টাডির মাধ্যমে স্থানীয় সমাজ এবং পরিবার পর্যায়ে নিম্নোক্ত ধরনের সহিংসতা পাওয়া গেছে:

	প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্ব (দৃশ্যমান)	সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব (কম দৃশ্যমান)	কাঠামোগত দ্বন্দ্ব (কম দৃশ্যমান)
কেইস স্টাডি ১	সংঘর্ষ, তর্ক-বিতর্ক, সম্পত্তি ধ্বংস	প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলোর ওপর প্রভাব, স্থানীয় প্রশাসনের অসহিষ্ণুতা	আইনি সুরক্ষার অভাব, দায়মুক্তি, রাজনৈতিক চাল
কেইস স্টাডি ২	পুলিশ অভিযান	পিতৃতন্ত্র, প্রভাবশালী গোষ্ঠীর রাজনীতি	আইনি সুরক্ষার অভাব, দায়মুক্তি, দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া
কেইস স্টাডি ৩	পারিবারিক সহিংসতা	পিতৃতন্ত্র	কর্মসংস্থানের অভাব, দারিদ্র

নীতি সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণ

- দ্বন্দ্ব রূপান্তর একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি যা পদ্ধতিগতভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে-স্থানীয় এবং জাতীয় উভয়ক্ষেত্রে, জলবায়ু পরিবর্তন, উন্নয়ন এবং লিঙ্গের মধ্যকার সম্পর্ক বোঝার জন্য ব্যবহার করা হয়।
- আপাত দৃষ্টিতে আমাদের জাতীয় স্তরের বিদ্যমান নীতিকাঠামো মানসম্পন্ন হিসেবে বিবেচিত হলেও সেগুলো সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি যেমন- পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ, ইত্যাদি পরিবর্তনে কাঠামোগত রূপান্তরের তুলনায় খাপ-খাওয়ানোর নীতিকৌশলকে অগ্রাধিকার দেয়।
- মুনাফা তাড়িত, দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিরোধী এবং সামগ্রিকতা বিবর্জিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্থানীয় পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি খাতে গুণগত নীতি প্রণয়নকে প্রভাবিত করে।
- বেসরকারি লাভজনক প্রতিষ্ঠানের অপরিকল্পিত, পরিবেশ বিরোধী এমন নীতিকৌশল ও কার্যক্রম বিপদাপন্ন মানুষের কল্যাণকে প্রভাবিত এবং ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে।

বাস্তবায়ন সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণ

- স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষপাতমূলক (ওপরে দেখুন মুনাফা তাড়িত, দরিদ্র-বিরোধী) ভূমিকা প্রায়ই স্থানীয় কর্মকর্তাদের দ্বন্দ্ব রূপান্তরে একটি ইতিবাচক নিয়ন্ত্রক ভূমিকা পালন করা থেকে বাধা দেয়।
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দ্বন্দ্ব প্রান্তিক মানুষদেরকে আরো বেশি প্রান্তিকীকরণের দিকে ঠেলে দেয়।

দায়িত্বসমূহ

সরকারি পর্যায়ের ভূমিকা

- স্থানীয় সরকার/প্রশাসনের জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।
- শান্তি প্রতিষ্ঠায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং নাগরিক সংগঠন গুলোর (সিএসও) ভূমিকা উৎসাহিত করা।
- প্রশাসন এবং নাগরিক সংগঠন গুলোর উদ্যোগে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করা।

বেসরকারি পর্যায়ের ভূমিকা

- বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সত্যিকার অর্থে দরিদ্র-বান্ধব পরিবেশনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে উৎসাহিত করা।
- স্থানীয় পর্যায়ে সংলাপ এবং পরামর্শ নিশ্চিত করা।

নাগরিক সমাজের ভূমিকা

- লিঙ্গীয় ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে আইন ও বিচার-সালিশের কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করা।
- উপার্জন বা কাজের জন্য অভিবাসন/ স্থানান্তরকে কমাতে স্থানীয়ভাবে জীবিকা নির্বাহের সুযোগের প্রসার ঘটানো।
- জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিপন্ন পরিবেশবান্ধব পেশাগুলিকে রক্ষা করা।
- প্রান্তিক মানুষ এবং মূলধারার সমাজের মধ্যে সামাজিক নেটওয়ার্ক তৈরি ও শক্তিশালী করা।
- জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা বিবেচনায় রেখে পারিবারিক সালিশ ব্যবস্থা এবং লিঙ্গীয় সমতাকে শক্তিশালী করা।

সুপারিশসমূহ:

সরকারি পর্যায়ের জন্য

১) স্থানীয় পর্যায়ে প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ শক্তিশালী করা, বিশেষ করে নারীদের অভিগম্যতা নিশ্চিত করা।

২) স্থানীয় জনগণের কাছ থেকে মতামত গ্রহণের জন্য দিক-নির্দেশনা প্রদান ও তার প্রয়োগ শক্তিশালী করা।

৩) জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সংগতি রেখে পারিবারিক বিচার সালিশ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা।

৪) জাতীয় পর্যায়ে পরিবেশবান্ধব নীতি প্রণয়নকে উৎসাহিত করা।

৫) সমাজে সামাজিক যোগাযোগের আন্তঃসংযোগ তৈরি ও পুনঃস্থাপন করা ।

৬) ক্রমবর্ধমান অভিবাসনের ধরন বিবেচনায়, জলবায়ু পরিবর্তনের পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সম্পর্ক রেখে নতুন ধরনের দক্ষতা তৈরির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

বেসরকারি পর্যায়ের জন্য

১) ব্যবসা পরিচালনার আগে স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে সংলাপ করা ও তাদের পরামর্শ গ্রহণ করা।

২) পরিবেশবান্ধব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা।

৩) জীবন-জীবিকার চর্চায় স্থানীয় কলাকৌশলকে প্রাধান্য দেওয়া।

৪) পরিবেশবান্ধব পেশাগুলোকে টিকিয়ে রাখা, যেমন নদী খননের সময় স্থানীয় পদ্ধতিতে মাছ ধরার চর্চা অব্যাহত রাখা।

নাগরিক সমাজ সংগঠনের জন্য

১) স্থানীয় প্রশাসনের জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে অধিপরামর্শ করা।

২) শান্তি প্রতিষ্ঠায় নাগরিক সমাজ সংগঠনগুলোর ভূমিকাকে উৎসাহিত করা।

৩) স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে সংলাপ করা।

৪) জীবিকায়ন চর্চার স্থানীয়করণ এবং পরিবেশবান্ধব পেশা উন্নয়নে প্রয়োজনীয় উপকরণের সরবরাহ নিশ্চিত করা।

৫) জাতীয় দিবস পালন করা, সামাজিক পুঁজি পুনঃস্থাপন ও বৃহত্তর সমাজের সাথে সংহতি সৃষ্টি করা।

৬) জলবায়ু পরিবর্তন পরিস্থিতিতে গৃহস্থলির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাত মেটাতে লিঙ্গীয় সমতার অনুশীলন করা এবং সকল জেন্ডার কোর্সে জলবায়ু পরিবর্তনের দৃষ্টিভঙ্গি অন্তর্ভুক্ত করা ।

নেট্জ পার্টনারশিপ ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড জাস্টিস জার্মানি এবং বাংলাদেশে নিবন্ধিত একটি অলাভজনক সংস্থা যা ১৯৮৯ সাল থেকে স্থানীয় এনজিওর সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে দরিদ্র্যের বিমোচন, জলবায়ু সহনশীল জীবিকায়ন, প্রাথমিক শিক্ষা এবং বাংলাদেশে মানবাধিকার উন্নয়নে কাজ করে আসছে।

GERMANY OFFICE

NETZ e.V. Marktlaubenstr.
9 35390 Gießen
GERMANY

BANGLADESH OFFICE

House: 20 (4th Floor), Road: 11
Dhanmondi, Dhaka-1209
BANGLADESH

www.netz-bangladesh.de